একুশ 21 — হলিউডের বাংলা পত্রিকা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে অস্থায়ী শহীদ মিনারের পাদদেশে
সম্মিলিত মহান একুশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুষ্পার্ঘ অর্পণ, লস এঞ্জেলেস-২০০৭।
স্থান : শ্যাটো রিক্রিয়েশন সেন্টারের উন্মুক্ত চত্বর।
তারিখ ও সময় : ২৪ ফেব্রুয়ারি, শনিবার, দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫:৩০ মিনিট

কনজিউমার্স রিপোর্ট

কারেন্সি $ সোনালী এক্সচেঞ্জ রেট ০২/২০/০৭ $1 USD = 68.50

০২/১৯/০৭		
ক্রয়	মুদ্রা	বিক্রয়
৬৯.০০	মার্কিন ডলার	৬৯.০০
০.৫৮	ইয়েন	০.৫৮
১৩৪.৫৪	ব্রিটিশ পাউন্ড	১৩৪.৫৬
৯০.৬৩	ইউরো	৯০.৬৪
৫৯.৩৩	কানাডিয়ান ডলার	৫৯.৩৫
৫৪.৩০	অস্ট্রেলিয়ান ডলার	৫৪.৩২

০২/২০/০৭		
ক্রয়	মুদ্রা	বিক্রয়
৬৯.০০	মার্কিন ডলার	৬৯.০০
০.৫৮	ইয়েন	০.৫৮
১৩৪.৬৩	ব্রিটিশ পাউন্ড	১৩৪.৬৬
৯০.৭৫	ইউরো	৯০.৭৭
৫৯.২৪	কানাডিয়ান ডলার	৫৯.২৭
৫৪.২৭	অস্ট্রেলিয়ান ডলার	৫৪.৩০

সিটিজেনশিপ ফি বাড়ছে

একুশ ডেস্ক : মার্কিন নাগরিক (সিটিজেন) হওয়ার ফি বাড়ছে। আগামী জুন মাস থেকে এটি কার্যকর হবে। আর এর ফলে অভিবাসীদের ৩০০ ডলার থেকে ৯০০ ডলার পর্যন্ত ফি গুণতে হতে পারে। অভিবাসনবিষয়ক কর্মকর্তারা বৃদ্ধির পরিমাণ ১৩ শতাংশ বললেও কিছু কিছু ক্ষেত্রেও ফি বৃদ্ধির হার ৮০ শতাংশ। মার্কিন অভিবাসন এন্ড নাগরিকত্ব বিভাগের (সিআইএস) পরিচালক এমিলো গনজালেজ বলেন, অভিবাসন ফি কিছুটা বাড়লেও এর মাধ্যমে অভিবাসন প্রক্রিয়াকে আরো নিরাপদ ও যুগোপযোগী করবে।
তিনি আরো জানান, বর্ধিত ফি দিয়ে অভিবাসীদের আবেদন প্রক্রিয়ার খরচ মেটানো ছাড়াও আবেদনকারীর বায়োমেট্রিক ডাটা সংগ্রহসহ সিআইএসকে আধুনিকায়নে ব্যবহৃত হবে।
এদিকে এই বর্ধিত ফি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে দেখা দিয়েছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কংগ্রেসে বর্তমানে ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটরা বলছেন, বর্ধিত ফির কারণে সিটিজেনশিপ এবং অন্যান্য সুবিধার জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে অভিবাসীরা নিরুৎসাহিত হবেন। অন্যদিকে অভিবাসন বিষয়ে হাউস জুডিশিয়ারি কমিটি প্যানেলের প্রধান জো. লফগ্রেন, ডি সান জোসে ফি বৃদ্ধিকে যৌক্তিক বললেও তা আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার আগ্রহ দেখিয়েছেন। তার মুখপাত্রও বলেছেন, লফগ্রেন এ বিষয়ে শুনানির ব্যবস্থা করতে পারেন। এদিকে অভিবাসনবান্ধব কর্মীরা ফি বৃদ্ধিকে ‘উদ্বেগজনক’ বলে মন্তব্য করেছেন।
প্রস্তাবিত ইমিগ্রেশন সার্ভিস অনুযায়ী পারমান্যান্ট রেসিডেন্ট কার্ডের (১-৯০) রিপে-সের জন্য দিতে ২৯০ ডলার। বর্তমানে দিতে হয় ১৯০ ডলার। ‘অ্যালিয়েন ফিয়াসে’র পিটিশনের (১-১২৯ এফ) জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে ৪৫৫ ডলার। এর বর্তমান ফি ১৭০ ডলার। পারমান্যান্ট স্ট্যাটাস অথবা অ্যাডজাস্ট স্ট্যাটাস রেজিস্টারের (১-৪৮৫) আবেদনের জন্য দিতে হবে ৯০৫ ডলার। বর্তমানে এর ফি ৩২৫ ডলার। অন্যদিকে ন্যাচারালাইজেশনের (এন-৪০০) জন্য ফি প্রস্তাব করা হয়েছে ৫৯৫ ডলার। এর বর্তমান ফি ৩৩০ ডলার। (প্রস্তাবিত ফির সূত্র : ইউএসসিআইএস)।

লস অ্যাঞ্জেলেসে গ্যাং ক্রাইম বিষয়ে ৩ দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন

একুশ ডেস্ক : দলবদ্ধ (গ্যাং) হয়ে অপরাধের কেন্দ্রস্থল হলো লস অ্যাঞ্জেলেস। আর এটি গুয়াতেমালা থেকে রাশিয়া পর্যন্ত সহিংসতায় মদদ দিচ্ছে। এ বিষয়টি কার্যত স্বীকার করেই সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের তিন দিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগের প্রধান উইলিয়াম ব্রেটন। ছবি– ইন্টারনেট

সম্মেলন উদ্বোধন করেন লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগের প্রধান উইলিয়াম ব্রেটন। পুলিশ বিভাগের ভ্যালি গ্যাং ইউনিটের প্রধান লেফটেন্যান্ট গ্যারি নেনসন বলেন, ‘আমরা দেখতে পাচ্ছি আন্তর্জাতিক গ্যাং সমস্যা দিনদিন প্রবলভাবে বেড়ে যাচ্ছে। স্থানীয় অপরাধীদের জন্য তারা দরজা খুলে দিয়েছে। তাদের ভোটাধিকার রয়েছে। চুরি হওয়া জিনিসপত্র, মাদকদ্রব্য বা অর্থ তারা সীমান্ত ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।’ সম্মেলনে মধ্য আমেরিকার সঙ্গে গ্যাংদের যোগসূত্রের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বিশেষ করে, মধ্য আমেরিকায় মার্কিনভিত্তিক মারা সালভাট্রুচা বা এমএস-১৩সহ বহুজাতিক গ্যাংগুলোর বিচরণ লস অ্যাঞ্জেলেসের আশপাশের এলাকাগুলোতে ভয়ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বাস্থ্য কণিকা

অধূমপায়ীদের মধ্যেও ধূমপানজনিত ক্যান্সার!

যুক্তরাষ্ট্রের একদল গবেষক সম্প্রতি এক গবেষণা শেষে জানিয়েছেন, অধূমপায়ীরাও ধূমপানজনিত ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে। গবেষণার ফলাফলে তারা দেখেছেন, ২০ শতাংশ নারী যারা কখনোই ধূমপান করেননি তারাও ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন। গবেষকরা ধূমপায়ীদের স্পর্শেই এমনটি হয়েছে বলে ধারণা করছেন।
যুক্তরাষ্ট্রে ও সুইডেনের প্রায় ১০ লাখ ব্যক্তির ওপর চালিত গবেষণার ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে জার্নাল অব অনকোলজিতে। এদের দেখা যায়, পুরুষের মধ্যে শতকরা মাত্র ৮ ভাগ ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হলেও নারীদের ক্ষেত্রে হারটি বেশি।
গবেষক দলের প্রধান ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হার্টার ওয়েকলি বলেন, এটি এখনো পরিষ্কার নয়, কেন মেয়েদের ধূমপান না করা সত্ত্বেও আক্রান্ত হয়েছে। এ নিয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। গবেষণার ফলাফল বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে গিয়ে তারা গবেকরা জানিয়েছেন, ৪০ থেকে ৭৯ বছর বয়সীদের প্রত্যেকেরই খাদ্যাভাস, জীবন প্রণালী ও রোগব্যাধি সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে চুলচেরা বিশে-ষণ করা হয়েছে। তাতে দেখা যায়, ১০ লাখের মধ্যে ১৪৪ থেকে ২০৮ জন ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত। অন্যদিকে পুরুষের ক্ষেত্রে এহার ৪৮ থেকে ১৩৭ জন। ধূমপায়ীরে মধ্যে এর মাত্রা ১০ থেকে ৩০ গুণ বেশি।
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যান্সার সোসাইটির গবেষকরা ধারণা করছেন, ২০০৭ সালে প্রায় আড়াই লাখ মার্কিনি ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে। যার মধ্যে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রায় দেড় লাখ। ■

জনপ্রিয়তা বাড়ছে হালাল খাদ্যের

এইচ এম বাবু
বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে তো বটেই, অমুসলমানদের মধ্যেও দিন দিন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে হালাল খাদ্যের জনপ্রিয়তা। গবেষণা সংস্থা হাই বিম রিসার্চের সম্প্রতি গবেষণা মতে, বিশ্বে বর্তমানে হালাল খাবারের ১৫ হাজার কোটি ডলারের বিশাল বাজার রয়েছে। খাবারের দাম ও ভোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ২০১০ সালে মধ্যে বিশ্বে হালাল খাবারের এ বাজার হবে ৫০ হাজার কোটি ডলারের। পাকিস্তানের বেসরকারি টিভি চ্যানেল জিইও নিউজ এখবর জানিয়েছে।
ওয়ার্ল্ড হালাল ফোরামের (ডবি-উএইচএফ)-এর এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ব্রিটেনসহ বেশ কটি অমুসলিম দেশেও হালাল খাদ্যের বাজার রয়েছে। গত বছর শুধু ব্রিটেনেই হালাল খাদ্যের ৪শ’ কোটি ডলারের বাণিজ্য হয়েছে। বিশ্বে হালাল মাংস সরবরাহকারী দেশগুলোর মধ্যে আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম।’ ■

গবেষণার তথ্য

হৃদরোগ ঠেকাবে দিবা নিদ্রা

শফিক সাফি: হৃদরোগ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান? তাহলে সময় করে দুপুরবেলা ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিন! কারণ এ ঘুমই আপনাকে হৃদরোগ থেকে দূরে রাখবে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দিনের বেলা কাজের ফাঁকেই যারা কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেন তাদের হৃদরোগ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ কমে যায়। শুধু তাই নয়, এতে মানসিক চাপও অনেকটা কমে বলে জানিয়েছে গবেষকরা। ২০ থেকে ৮৬ বছর বয়সী প্রায় ২৩ হাজার গ্রিক নাগরিকের উপর ‘দিবানিদ্রা’র সুফল-কুফলের পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। তাতে বেরিয়ে আসে এ তথ্য।
বোস্টনের হাভার্ড স্কুলের জনস্বাস্থ্য বিভাগের দিমিত্রিয়স ট্রাইকোপোলাস মতে, দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য ঘুম হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু ঠেকাতে মোক্ষম ওষুধ হিসেবে কাজ করতে পারে। একই বক্তব্য মার্কিন হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞ জেরাল্ড ফ্লেচারের। তিনি জানিয়েছেন, মধ্যহ্ন কয়েকক মুহূর্তের ঘুম স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হতে পারে। এটা খুবই সহজ কিন্তু অত্যন্তই কার্যকর ■

মানসিক চাপ কমানোর উপায়

কিছু কিছু মানসিক চাপ থেকে নিজেকে কোনভাবেই মুক্ত রাখা যায় না-সে কথা সত্যি, তবে এমন কিছু ব্যবস্থা আছে যেগুলো অভ্যাসে পরিণত করতে পারলে উদ্বেগজনিত ক্ষতির পরিমাণটা কমিয়ে আনা যায়।

গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস: নিয়মিতভাবে ধীরে ধীরে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের অভ্যাস করুন। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিলে বা ছাড়লে মস্তিষ্ক বুঝে নেয় যে, আপনি ঝক্কি-ঝামেলামুক্ত হয়েছেন। আপাতত বিপদের আশঙ্কা নেই। এতে আপনার সারা শরীর একরকম বিশ্রামের সুযোগ পায়। ফলে আপনার রক্তচাপ কমে এবং রক্ত থেকে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর পদার্থগুলো অপসারিত হয়।

মাঝে মাঝে ছুটি নিন: প্রতিদিনের ঝক্কি-ঝামেলা থেকে মাঝে মাঝে ছুটি নিলে আপনার মস্তিষ্ক থেকে আবর্জনা দূর হয়। মস্তিষ্কসহ শরীরের যেসব কোষ ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে সেগুলো আবার সবল হওয়ার সুযোগ পায়।

বন্ধুত্ব করুন: সমাজে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করলে মানসিক চাপ বাড়ে। ২০০৬ সালের এক জরিপ দেখা গেছে প্রতি মার্কিনীর গড়ে ২ জন করে ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে। যাদের কাছে নিজের গভীর উদ্বেগের কথাগুলো বলে নিজেরা হাল্কা হতে পারে। ২০ বছর আগেও তাদের গড়ে ৩ জন করে বন্ধু ছিল।

নিয়মিত ব্যায়াম: মানসিক চাপ, উদ্বেগ-উৎকন্ঠা ইত্যাদির ফলে আপনার হার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু নিয়মিত ব্যায়াম আপনার হার্টকে সুস্থ-সবল রাখতে দারুণভাবে সাহায্য করে। ব্যায়াম আপনার এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে মনসংযোগ করার সামর্থ্যকে চাঙ্গা রাখে।

প্রচুর ফলমূল ও শাক-সবজি খান: অত্যধিক পরিশ্রম, মানসিক চাপের ফলে আপনার শরীরে যেসব ক্ষতিকর পদার্থ সৃষ্টি হয়, ফলমূল ও শাক-সবজি তা কমিয়ে আনতে সাহায্য করে।

আরলি টু বেড: কথায় আছে, আরলি টু বেড অ্যান্ড আরলি টু রাইজ মেকস আ ম্যান হেলদি ওয়েলদি অ্যান্ড ওয়াইজ। দেরীতে ঘুমানোর অর্থই হল বেশি মানসিক চাপ, বেশি ক্লান্তি। এতে আপনার বিপাকীয় ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে।

যা করছেন আনন্দের সঙ্গে করুন: আপনি যা করছেন তা ভাল কাজ এবং এর জন্য দরকারে আপনি ত্যাগ করতেও প্রস্তুত-এমন একটা মনোভাব নিয়ে কাজ করলে আপনার জন্য কাজটা সহজ হয়ে উঠবে। চাপ কমবে। তবে তারপরও আপনার মাঝে মাঝে ছুটি প্রয়োজন। (টাইম ম্যাগাজিন অবলম্বনে।)■

ক্লিওপেট্রা আহামরি সুন্দরী ছিলেন না!

দুনিয়ার কিংবদন্তীর সুন্দরী বলে পরিচিত মিসরীয় রাণী ক্লিওপেট্রার রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিখ্যাত ইংরেজ কবি শেক্সপিয়র লিখেছিলেন, ‘বেগার্ড অল ডেসক্রিপশন’! তর্জমা করলে যার অর্থ দাঁড়ায় ‘তার রূপের বর্ণনা দিতে কোনো শব্দ বা শব্দসমষ্টি যথেষ্ট নয়’। ক্লিওপেট্রা শব্দটাই আজ গোটা দুনিয়ায় সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব ৩২ সনের একটি কয়েন প্রমাণ করে ‘এতদিন ভুল নারীকে সুন্দরের প্রতিমূর্তি হিসেবে বন্দনা করেছি আমরা’।

ক্লিওপেট্রার ছবি অংকিত কয়েন

কয়েনটি গত সপ্তাহে লন্ডনে প্রদর্শন করা হয়। এর উপর ক্লিওপেট্রার ছবি অংকিত আছে। ছবিতে দেখা যায় বহুল আলোচিত এই নারীর চিবুক সূচালো, ঠোঁট খুবই পাতলা এবং নাকটা বেশ লম্বা ও সূচালো! এমন নারীকে আর যাই হোক অনুপম সুন্দরীর মডেল বলা যায় কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অনেকে।

মার্ক অ্যান্থনীর ছবি অংকিত কয়েন

১৯৬৩ সালে হলিউডে নির্মিত রিচার্ড বারটন এবং এলিজাবেথ টেলর অভিনীত সুপার ডুপার হিট ‘ক্লিওপেট্রা’ ছবিটি দেখে যেসব দর্শক তাকে ‘স্বপ্নপরী’ হিসেবে কল্পনা করেছিল তাদের জন্যও এটি হতাশার খবর বটে। উত্তর ইংল্যান্ডের নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটিতে ভ্যালেন্টাইনস ডে উপলক্ষে গতকাল এটি প্রদর্শন করা হয়। কয়েনটি বেশ আগে আবিষ্কৃত হলেও এতদিন এটি ব্যাংকের ভল্টে জমা ছিল।

হলিউডের ‘ক্লিওপেট্রা’এলিজাবেথ টেলর

সাড়া জাগানো রোমান শাসক জুলিয়াস সিজারের সঙ্গে ক্লিওপেট্রার প্রণয় ছিল। তিনি শেক্সপিয়রকে তার রূপের বন্দনা করতে উৎসাহিত করেছিলেন।

বাংলাদেশের শেয়ার বাজার

ব্যাংকিং আর তথ্যপ্রযুক্তি খাতের কল্যাণে মঙ্গলবার টানা দ্বিতীয় দিনের মতো চাঙ্গা ছিল শেয়ার বাজার।

ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০ (bdnews24.com)- কয়েকটি ব্যাংকের ডিভিডেন্ট ঘোষণা আর অবৈধ ভিওআইপি বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণের সুবাদে তথ্যপ্রযুক্তি সেক্টরে বইতে থাকা সুবাতাসের প্রভাবে দেশের দুটি স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনসহ প্রায় সবধরনের সূচকেই উর্ধগতি ছিল এদিন। আগের দিনের ৮২ কোটি ৯৮ লাখ ৯০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে এদিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন দাঁড়িয়েছে ১০১ কোটি টাকা। আর চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে আগের দিনের ২০ কোটি ৩১ লাখ টাকা থেকে বেড়ে মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ২৫ কোটি ৬২ লাখ টাকার।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ শেয়ারসূচক ২ দশমিক ৬১ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ ২২দশমিক ২১.এ। ডিএসআই বা সকল শেয়ারসূচক ১০ দশমিক ৩৯ শতাংশ বা ৫ দশমিক ৮৮ পয়েন্ট বেড়ে হয়েছে ১৫০৩.৪৬। আর শূন্য দশমিক ৯৮ শতাংশ বা ১৪ দশমিক ৪০ পয়েন্ট বেড়ে ডিএসই.২০ ব্লু চিপ সূচক এখন ১৪৮০ দশমিক ১৮ এ।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সকল শেয়ার সূচক শূন্য দশমিক ২ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৪১৫১ দশমিক ৮৭, আর সিএসই.৩০ ব্লু চিপ সূচক শূন্য দশমিক ০৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪৮৮ দশমিক ৮১। কেবল সিএসসিএক্স বা সিএসইর বাছাই শেয়ার সূচক শূন্য দশমিক ১৮ শতাংশ কমে হয়েছে ২৬৯১ দশমিক ৩৫। সিরামিক, তথ্যপ্রযুক্তি আর রিয়াল এস্টেট সেক্টরেই ছিল সবচেয়ে তেজিভাব। সিরামিক ১০ দশমিক ৩৪ শতাংশ, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ৬.১১ শতাংশ আর রিয়াল এস্টেট খাত এগিয়েছে ৪.৫৬ শতাংশ।

নিম্নগতি ছিল বিদ্যুত খাত আর মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে। জ্বালানি খাতে সব মিলিয়ে ১ দশমিক ৫ ভাগ কমেছে সূচক। তবে ১ দশমিক ৮৬ শতাংশ কমে বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রিড কোম্পানির শেয়ারের দাম ৪৭৩ টাকা ৭৫ পয়সায় দাঁড়ালেও মঙ্গলবার সবচেয়ে বেশি ৮ কোটি ৮৭ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে তাদেরই শেয়ার। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ব্র্যাক ব্যাংকের শেয়ারের দাম ৩ শতাংশ কমে হয়েছে ৫৫৭ টাকা ৫০ পয়সা।

তবে লেনদেনে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে থাকা প্রথম মিউচুয়াল ফান্ড ও গ্রামীণ...১ মিউচুয়াল ফান্ডের শেয়ারের দাম কমেছে। অন্যদিকে বোর্ড সভায় ডিভিডেন্ট ঘোষণা করা হচ্ছে এমন খবরে ন্যাশনাল ব্যাংকের শেয়ারের দাম বাড়ে। ৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ বেড়ে মঙ্গলবার তা বিক্রি হয়েছে ৮২০ টাকায়। ঢাকা ব্যাংক ১০ শতাংশ নগদ ও ২০ শতাংশ বোনাস শেয়ার দেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর বেড়েছে তাদের শেয়ারের দামও। শূন্য দশমিক ৩৭ শতাংশ বেড়ে মঙ্গলবার তা ছিল ৪৬৭ টাকা।

ভিওআইপির বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সুবাদে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ভালো দিন আসছে, এমন একটা ধারনা ছড়িয়ে পড়ায় বেড়েছে এ খাতের শেয়ারগুলোর দামও। দেশের সবচেয়ে বড় ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি অগ্নি সিস্টেমসের শেয়ারের দাম ১১ দশমিক ৮২ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৩৫ টাকা। এদিন ৩ কোটি ৭ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে তাদের। ইনটেক অনলাইনের শেয়ারের দামও ১১ দশমিক ৭৮ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২৭ টাকা ৫০ পয়সা।

এছাড়াও বেড়েছে মেটালেক্স কর্পোরেশন, রেনউইক জা ও রাসপিট ডাটার শেয়ারের দাম। আর কমেছে সাইনো বাংলা, পদ্মা প্রিন্টার্স ও আইসিবি ইসলামী মিউচুয়াল ফান্ডের শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ১২৫টি কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে, ৭১টির কমেছে আর অপরিবর্তিত ছিল ১৩টির। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে ৫৯টি কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে, ৩৯টির কমেছে আর ২টির অপরিবর্তিত ছিল। ■

এ মাসেই শিশুরা পাচ্ছে ১শ ডলারের ল্যাপটপ

‘ওয়ান চিল্ডেন, ওয়ান ল্যাপটপ’ প্রকল্পের আওতায় এমাসেই কয়েকটি দেশের শিশুদের হাতে ল্যাপটপ তুলে দেয়া হবে। তবে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি জানিয়েছে প্রাথমিকভাবে বিশ্বের ৮টি দেশে সরবরাহ করা হচ্ছে। আর ২০১০ সালের মধ্যে ৫ কোটি ল্যাপটপ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সবুজ-সাদার এ ল্যাপটপের ব্যাপক আকারে উৎপাদন শুরু হবে সামনের জুনেই। এতে থাকবে ব্যাটারি চার্জ করার, ভাষা পরিবর্তনের কিবোর্ড, ডিজিটাল ক্যামেরা, ওয়্যারলেস সংযুক্ততা এবং লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম। খরচ পড়বে দেড়শ ডলার। যা দিয়ে শিশুরা ইলেক্টনিক বই পড়া থেকে শুরু করে ভিডিও ধারণ, সঙ্গীত, এমনকি বন্ধুদের সঙ্গে চ্যাটও করতে পারবে।
দাম দেড়শ ডলার পড়লের সামনের বছরে তা একশ ডলারের নেমে আসবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
প্রথম দফায় যে আটটি দেশের দরিদ্র শিশুরা এ ল্যাপটপ হাতে পাচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছে ব্রাজিল, উরুগুয়ে, লিবিয়া, রুয়ান্ডা, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ইথিওপিয়া ও ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের শিশুরা।

আপনার ব্যবসা প্রসারে স্থানীয় পত্রিকার কোন বিকল্প নেই। ব্যবসার নেম ব্র্যান্ড্ তৈরীর জন্যে স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন।
যোগাযোগ ঃ
(818) 266 7539 / (213) 925 4652

এফ ওয়ান স্টুডেন্ট ভিসায় কাজের সুযোগ

একুশ ডেস্ক : এফ ওয়ান স্টুডেন্ট ভিসায় কাজের সুস্পষ্ট কিছু নিয়মনীতি রয়েছে। ধরা যাক, সম্প্রতি কেউ যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন। তার ক্লাস শুরু হবে স্প্রিংএে। ছাত্র হিসেবে তিনি কাজ করার সুযোগ পাবেন কিনা এ প্রশ্ন ওঠতেই পারে। এক্ষেত্রে উত্তর হলো যেহেতু ইতিমধ্যে তিনি কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন। তাই তার এফ ওয়ান স্টুডেন্ট ভিসা আছে। এফ ওয়ান স্টুডেন্ট ভিসা স্ট্যাটাস নিয়ে কয়েকটি ক্ষেত্রে কাজ করা যায়। তাকে নিশ্চিত করতে হবে যে, পড়ালেখার সময় তিনি কাজের নিয়মনীতি ভাঙছেন না।
প্রথমেই আলোচনা করা যাক, ক্যাম্পাসের ভেতরে কাজ নিয়ে। স্কুল প্রাঙ্গণে হলেই সাধারণত এ ধরনের কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়। স্কুল প্রাঙ্গণে বাইরের কোনো কোম্পানির বুক স্টোর বা প্রতিষ্ঠানও এর আওতায় পড়বে। স্কুল প্রাঙ্গণের বাইরে কোনো কাজ স্কুল কারিকুলাম এবং ক্যাম্পাসের বাইরের কাজের সঙ্গে সঙ্গীতপূর্ণ হলেও তা ক্যাম্পাসের ভেতরে কাজ বলে গণ্য হতে পারে।
একজন পূর্ণকালীন ছাত্র হিসেবে যতোদিন তার নাম তালিকাভুক্ত আছে ততোদিন ক্যাম্পাসের ভেতরে কোনো কাজের জন্য মার্কিন সিটিজেনশিপ এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেসের (সিআইএস) অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। তবে তাকে মনে রাখতে হবে, প্রতি সপ্তাহে তার কাজের সময়সীমা ২০ ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর পরবর্তী একাডেমিক টার্মে একজন পূর্ণকালীন ছাত্র হওয়ার ইচ্ছা থাকলেই কেবল তিনি ছুটির সময়টাতে পূর্ণকালীন চাকরি করতে পারবেন।
পড়ালেখা শেষ হলে ক্যাম্পাসের ভেতরে চাকরি করার আর অনুমোদন নেই। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংএে। শিক্ষার্থীদের চাকরিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হলো কারিকুলার প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং (সিপিটি)। আর অন্যটি অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং (ওপিটি)।
সিপিটির মধ্যে রয়েছে এমন এমন কাজ যা শিক্ষা কার্যক্রমের কোনো একটি অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত। এক্ষেত্রে ইন্টার্নশিপের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পূর্ণকালীন ছাত্র হিসেবে এক বছর অতিবাহিত করেছেন এমন শিক্ষার্থীদের জন্য সিপিটির সুযোগ রয়েছে। তবে সিপিটির আওতায় কাজ শুরুর আগে অবশ্যই ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজারের অনুমোদন নিতে হবে। এখানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ১২ মাসের বেশি সময় কারো সিপিটি স্ট্যাটাস থাকলে তিনি ওপিটির যোগ্যতা হারাবেন। তবে সিপিটি স্ট্যাটাসের ক্ষেত্রে চাকরির স্থায়িত্বকাল নিয়ে কোনো বিধি নিষেধ নেই।
অন্যদিকে ওপিটি ছাত্রছাত্রীর জন্য পাঠ্য প্রধান বিষয়ের সঙ্গে সংশি-ষ্ট এর মাধ্যমে ক্যাম্পাসের বাইরে কাজের সুযোগ পাওয়া যায়। শিক্ষা জীবনের মোট চার পর্যায়ে ওপিটির সুযোগ পাওয়া যায়। এগুলো হলো স্কুলে সেশন চলাকালে, ছুটির সময়ে, কোর্স শেষ হয়েছে কিন্তু থিসিস বাকি আছে এমন সময়ে, আর একটি হলো ডিগ্রির জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু শেষ করার পর। প্রয়োজন না হলে ওপিটির মেয়াদ এক বছর। আর কোনো শিক্ষার্থী উচ্চতর ডিগ্রি নিতে চাইলে অতিরিক্ত এক বছর ওপিটির সুযোগ রয়েছে।
ওপিটির জন্য যোগ্য বিবেচিত হতে হলে একজন শিক্ষার্থীকে আবেদনের আগেই টানা নয় মাস বা এক শিক্ষাবর্ষ ছাত্র হিসেবে অতিবাহিত করতে হবে। ওপিটি কর্মসংস্থানের জন্য সিআইএস-এর ইস্যু করা এমপ-য়মেন্ট অথোরাইজেশন ডকুমেন্ট বা ওয়ার্ক পারমিট প্রয়োজন। তাই কাজের আগেই ঐ পারমিটের জন্য আবেদন করতে হবে।
গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তী ওপিটির জন্য সিআইএসে আবেদন করতে হবে কোর্স শেষ হওয়ার আগেই। আর গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তী ওপিটির সময় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে না যাওয়াই ভালো। বিশেষ করে এফ ওয়ান ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময় হলে তো কোনো কথাই নেই। নতুন ভিসা স্ট্যাটাস পাওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করাই সবচেয়ে ভালো। এসব নিয়মকানুন বিষয়ে অভিবাসন বিষয়ে অভিজ্ঞ কোনো আইনজীবীর পরামর্শ নিয়ে নিজের কর্মপন্থা ঠিক করা উচিত।

ইন্টারনেট সংযোগদানকারী বৈধ প্রতিষ্ঠানকেই শুধু ভিওআইপি লাইসেন্স দেওয়ার দাবি

ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯ (bdnews24.com)- শুধু নেশনওয়াইড লাইসেন্সধারী ও বৈধ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের (আইএসপি) ভিওআইপি লাইসেন্স দেওয়ার দাবি জানিয়েছে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি)।

রাজধানীর একটি স্থানীয় হোটেলে সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ দাবি করেন। তবে এ দাবিকে হাস্যকর বলে অভিহিত করেছেন বিটিটিবির শীর্ষ কর্মকর্তারা।

দাবির সপক্ষে, গ্লোবাল অনলাইন লিমিটেডের চিফ অপারেটিং অফিসার ও আইএসপিএবি..এর সাধারণ সম্পাদক রাসেল টি আহমেদ বলেন, সরকারের পক্ষে মোবাইল কোম্পানি ও পাবলিক সুইচড টেলিফোন নেটওয়ার্ক (পিএসটিএন) বা ফিক্সডফোন অপারেটরদের আন্তর্জাতিক ফোনকল সুষ্ঠুভাবে পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব।

র‌্যাবের সাম্প্রতিক অভিযানের প্রসঙ্গ তুলে আইএসপিএবি..এর সদস্য ও আইএসএন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুমন সাবির অভিযোগ করেন, মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর বিশেষ ধরনের সিমকার্ড, টেলুলার, ই..ওয়ান সংযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে অসংখ্য স্থানীয় অবৈধ ক্ষুদ্র অপারেটর বানিয়ে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। তারা বিশেষ প্যাকেজ বানিয়ে আকর্ষনীয় ট্যারিফসহ ব্যবহারকারীদের বিলের বাড়তি পরিমাণে ছাড়ও দিয়েছে।

তিনি বলেন, এমনকি কোন কোন গ্রাহককে ভিওআইপি ব্যবসায় উদ্বুদ্ধ করে ব্যক্তি মালিকানায় বিটিএস (বেইজ স্টেশন) বসিয়ে দিয়েছে। ফলে এই কোম্পানিগুলো প্রযুক্তির ফাঁক গলে হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে বিদেশে পাচার করেছে।

আইএসপিএবি..এর ট্রেজারার ও ‘কানেক্ট বিডি’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক খন্দকার এ এল আজাদ জানান, একটি দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ, একটি টেলিফোন সংযোগ ও ইন্টারন্যাশনাল কেরিয়ার দিয়েই ভিওআইপি কার্যক্রম চালানো যায়।

তিনি বলেন, ‘মোবাইল কোম্পানি বা পিএসটিএন অপারেটর যে কোন জায়গা থেকেই ইন্টারনেট সংযোগ নিতে পারে। যদি মোবাইল বা পিএসটিএন অপারেটররা দেশীয় নেটওয়ার্কের সঙ্গে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের কর্তৃত্বও পেয়ে যায়, তাহলে সরকার পুরোপুরিভাবে তাদের হাতে জিম্মি হয়ে যাবে। তখন কোম্পানিগুলো যে হিসাব দেবে সেটাই মেনে নিতে হবে সরকারকে।

‘অন্যদিকে ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে লাইসেন্স যদি আইএসপি..দের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে ফোন কোম্পানিগুলো তাদের কাছ থেকে ভিওআইপি সংযোগ নিতে বাধ্য হবে। আইএসপি ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে আসা কল নিজের হাতে পাঠিয়ে দেবে সংশ্লিষ্ট মোবাইল বা ফোন কোম্পানিগুলোকে। সরকার তখন দুটো উপায়ে পুরোপুরি ভিওআইপি ট্রাফিক পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। এই দুটি উপায় হচ্ছে আইএসপিদের কাছে আসা কলের হিসাব এবং ই..ওয়ান সংযোগ ব্যবহারকারী মোবাইল বা ফিক্সড ফোনের কলের হিসাব। এইভাবে সরকার সুষ্ঠু হিসাবের মাধ্যমে রাজস্ব ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যাবে। একই সঙ্গে গ্রাহকের সাশ্রয়ী মুল্যে কথা বলার অধিকারও নিশ্চিত করা যাবে।‘

এদিকে ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে আইএসপি..দের প্রতি ভোক্তাদের যেখানে হয়রানি বিষয়ক ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে সেক্ষেত্রে বিশাল মাত্রার এই প্রযুক্তিকে তারা কতটুকু সামাল দিতে পারবে সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে বক্তাদের কেউই কোন সদুত্তর দিতে পারেননি।

এছাড়া, সম্মেলনে উপস্থিত র‌্যাংকসটেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাকারিয়া স্বপন আইএসপি এসোসিয়েশনের এ দাবিকে ‘পুরোপুরি অযৌক্তিক’ বলে মনে করেন।

তিনি বলেন, ‘অভিন্ন প্লাটফর্ম ছাড়া কারো পক্ষে কোনভাবেই ভিওআইপি ট্রাফিক পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়।‘

এছাড়া, অভিন্ন প্লাটফর্ম তৈরির দায়িত্ব সরকার নিজের হাতে না রেখে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিলে মাত্র এক সপ্তাহেই তা তৈরি সম্ভব বলে মনে করেন প্রযুক্তিবিদ জাকারিয়া স্বপন।

তিনি বলেন, বিশ্বের প্রতিটি দেশেই ভিওআইপি কার্যক্রম পুরোপুরি স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রাণাধীন। ভিওআইপি নির্দিষ্ট কারো হাতে ছেড়ে না দিয়ে কমপক্ষে তিনশ বা চারশ মিলিয়ন ডলার মুল্যের বিনিময়ে উণ্মুক্ত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা উচিত।

বাংলাদেশ টেলিকম রেগুলেটর কমিশনের (বিটিআরসি) আবেদনের নিয়ম পরিবর্তন করা উচিত বলে মনে করেন জাকারিয়া স্বপন।

তিনি বলেন, এই প্রযুক্তি এখন অনেকটা কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে। যদি কম মুল্যেই দেওয়া হয় তবে দুই..আড়াই লাখ টাকা করা হোক। এতে করে উঠতি শিল্প.উদ্যোক্তাদের আগ্রহী করে তোলা যাবে। দেশের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরেকটু বাড়বে।

আইএসপি এসোসিয়েশনের এই সংবাদ সম্মেলনের ও দাবির প্রসঙ্গে বাংলাদেশ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বোর্ডের চেয়ারম্যান আলিবর্দি খন্দকার জানান, এসোসিয়েশনের সুপারিশমালার একটি কপি তিনি পেয়েছেন। তবে মন্ত্রণালয়ের নিয়োজিত সাত সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি যে সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ দেবে সেটাই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

মার্চে রাষ্ট্রদূত শমসের মোবিন চৌধুরীর চুক্তির মেয়াদ শেষ, নবায়ন হচ্ছেনা!

ভিওবিডি, ঢাকা থেকে
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বড়ো ধরনের রদবদল হতে যাচ্ছে। তবে এই রদবদল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্দলীয় প্রশাসন গঠনের আওতায় নয়, চাকরি ও রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্তদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণেই এই রদবদল হতে যাচ্ছে। বিদেশী দূতাবাসগুলোতে রদবদলের ঢেউ এসে লাগবে সরাসরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে রাজনৈতিক বিবেচনায় ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতদের অধিকাংশেরই মেয়াদ শেষ হচ্ছে শিগগিরই। এদের মধ্যে বার্লিনে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এ বি মঞ্জুর রহিমের চাকরির এবং ’৭৫-এর খুনি খন্দকার মোশতাক আহমেদের সৎপুত্র কানাডার হাইকমিশনার রফিক উদ্দিন আহমেদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে এ মাসেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির রাষ্ট্রদূত সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শমশের এম চৌধুরীর চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে মার্চে, ব্রিটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাবেক সচিব সাবিউদ্দিন আহমেদের দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হবে মধ্য জুনে এবং জেনেভায় নিযুক্ত জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত ড. তৌফিক আলীর মেয়াদ শেষ হবে মে মাসে। ইতিমধ্যে চীন ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতদের চুক্তির মেয়াদ এই মাসেই শেষ হওয়ার কথা থাকলেও সরকার তা আরো তিন মাসের জন্য বৃদ্ধি করেছে। এদিকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী পররাষ্ট্র উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণের পর থেকে সেই পদটি খালি রয়েছে। ..পৃ..১৫

অবৈধ অভিবাসন বিষয়ে পালমডেল সিটি কাউন্সিলে প্রস্তাব অনুমোদন

একুশ ডেস্ক : অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ডকুমেন্টবিহীন অভিবাসীদেরকে দেওয়া বিভিন্ন ব্যয়ের অর্থ জোগান দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে পালমডেল সিটি কাউন্সিল। সম্প্রতি এ সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য তারা এ আহ্বান জানান। এ বিষয়ে জানাতে কাউন্সিলের সদস্য টম ল্যাকি, মেয়র জিম লেডফোর্ড এবং সিটি ম্যানেজার স্টিভ উইলিয়ামস আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটন যাচ্ছেন। টম ল্যাকি জানান, অবৈধ অভিবাসী বিষয়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সিটির দাবিকে জোরালো করার প্রয়াস হিসেবে এ প্রস্তাব পাস করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা একতাবদ্ধ হয়ে জোরালোভাবে আমাদের সমস্যা তুলে ধরেছি। এবার এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটির সমাধান এবং আমাদের সীমান্তকে নিরাপদ করার ব্যবস্থা নিন।’
এদিকে মেয়র লেডফোর্ড জানান, অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য পদক্ষেপ খুঁজে বের করতে সিটি যদিও সমীক্ষা চালাচ্ছে তারপরও এই প্রস্তাব যতোটা বাস্তবিক তার চেয়েও বেশি প্রতীকী। তিনি বলেন, ‘এটি আমাদের অবস্থান প্রকাশের বহিঃপ্রকাশ। আমরা যা বিশ্বাস করি এটি তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।’
এদিকে পালমডেলের কর্মকর্তারা জানান, সমস্যা মোকাবিলায় কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে তা নির্ধারণের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে তারা আছেন। অবৈধ অভিবাসন মোকাবিলায় ৫০টি আইন প্রণয়ন বা বিবেচনা করা হয়েছে। ■

দলবদ্ধ অপরাধ মোকাবিলায় নতুন পরিকল্পনা করছে লস অ্যাঞ্জেলেস কর্তৃপক্ষ

একুশ ডেস্ক : সান ফারনান্দো ভ্যালিতে সংঘাত, সহিংসতা মোকাবিলায় ৫০ জন অতিরিক্ত পুলিশ কর্মকর্তা মোতায়েনের পরিকল্পনা করছে লসঅ্যাঞ্জেলেসের প্রশাসন। সম্প্রতি লসঅ্যাঞ্জেলেস পুলিশের মিশন বিভাগে এক অনুষ্ঠানে মেয়র অ্যান্টোনিও ভিল্লারাইগোসা এবং লসঅ্যাঞ্জেলেস পুলিশের প্রধান উইলিয়াম ব্রেটন এ পরিকল্পনার কথা জানান।
দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এ পরিকল্পনার মধ্যে সিটির সবচেয়ে সহিংস বিভিন্ন গ্রুপ এবং সেগুলোর নাম প্রকাশ করার সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত বছর দলবদ্ধ অপরাধ ১৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মেয়র ভিল্লারাইগোসা বলেন, দলবদ্ধ সহিংসতার সংখ্যা বৃদ্ধি অবশ্যই ঠেকাতে হবে। আমরা একটি সমন্বিত ও উচ্চাবিলাসী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এর মাধ্যমে সবচেয়ে সহিংস গ্রুপগুলো ছাড়াও বড়ো অপরাধীদের দমন করা সম্ভব হবে।
জানা গেছে, সন্ত্রাস সহিংসতা দমনে পাঁচ হাজার কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে নিয়ে পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ লসঅ্যাঞ্জেলেসে আলাদা একটি ইউনিট গঠন করা হবে। আর ৫০ জন ভ্যালি অফিসারকে প্যাকোইমা, নর্থ হিলস, মিশন হিলসসহ এ অঞ্চলের অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলোতে মোতায়েন করা হবে। ■

পাকিস্তানে অনার কিলিঙের নামে প্রেমিক যুগলকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা

একুশ ডেস্ক : পাকিস্তানে অনার কিলিঙের নামে পাথর ছুঁড়ে দুজনকে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, ব্যভিচারের অভিযোগে মধ্য পাঞ্জাব প্রদেশের ভঙ্গা গঙ্গা গ্রামে প্রেমিক যুগলকে (৪০) গাছের সঙ্গে বেধে গ্রামবাসীরা পাথর ছুঁড়ে হত্যা করে। স্থানীয় এক পুলিশ কর্মকর্তা জানান, ‘এটি অনার কিলিং। আমরা নিহত নারীর দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করেছি।’
তিনি আরো জানান, এলাহি হোসেন নামে ঐ নারী তার প্রায় সমবয়সী হাফিজ শাহকে ভালোবেসে ছিলেন। এতে এলাহির পরিবারের সদস্যরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। এরপর আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় তারা অনার কিলিঙের মাধ্যমে প্রেমিক যুগলকে হত্যার পরিকল্পনা করে।
উল্লেখ্য, পরিবারের সম্মান রক্ষার নামে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনার কিলিঙের মাধ্যমে চার হাজারেরও বেশি মানুষ হত্যা করা হয়। আর নিহতদের অধিকাংশই নারী। ■

শান্তি: মনোনয়ন

২০০৭ এর নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য এ পর্যন্ত ব্যক্তি ও সংস্থা মিলিয়ে মনোনয়নের সংখ্যা ১৬৭। মনোনয়পত্র জমা দেয়ার শেষ দিন ছিল গত ১ ফেব্রুয়ারি। বাড়িয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি করা হয়েছে। সম্ভাব্য প্রাপকদের দৌড়ে আছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর। বিশ্বে ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা কমাতে তার কাজ উল্লেখযোগ্য হিসেবে গণ্য হচ্ছে। ■